বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

সূত্র নং- বিএসইসি/ সার্ভেইল্যান্স/মুখপাত্র(৫ম খন্ড)/২০১৯/৩৬৩

তারিখ: ০৩ চৈত্র , ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৭ মার্চ , ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ১৭ মার্চ ২০২৩ তারিখ রোজ শুক্রবার বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র আয়োজনে বগুড়ার নওদাপাড়ায় অবস্থিত মম ইন হোটেল এন্ড রিসোর্টের সভাকক্ষে মূলধন উত্তলন বিষয়ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন বিএসইসি'র কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ। সন্ধা ৭ টায় আরম্ভ হওয়া উক্ত আলোচনা সভাটিতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) এর কমিশনারদ্বয়সহ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতির নেতৃত্বে সদস্যবৃন্দ ও বগুড়ার বিশিষ্ট শিল্পপতি-ব্যবসায়ীবৃন্দ। এছাড়াও সভায় পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দসহ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বিএসইসি'র কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ এবং বিএসইসি'র কমিশনার ড. রুমানা ইসলাম বক্তব্য রাখেন। আলোচনা সভায় বিএসইসি'র কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ বলেন, "আগামীকাল বগুড়াতে আমরা বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স এবং বিনিয়োগ শিক্ষা মেলা আয়োজন করতে যাচ্ছি। এই আয়োজনের মাধ্যমে বগুড়ার মানুষ, বিনিয়োগকারী এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আমাদের একটি সংযোগ হতে যাচ্ছে। আমরা আশা করি এর মাধ্যমে বগুড়া অঞ্চলের যারা বিনিয়োগকারী আছেন তারা উৎসাহিত হবেন এবং আগামীতে বিনিয়োগে আসবেন।" তিনি ব্যাংক ঋণের পরিবর্তে পুঁজিবাজার থেকে অর্থায়নের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়ন করা এবং ব্যবসাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির সাফল্য ও সম্ভাবনার কথা উল্লেখ বলেন, "গতকাল বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (International Finance Corporation) সাথে অনুষ্ঠিত সভায় আমি জেনেছি যে, বাংলাদেশের প্রতি বর্গমাইলে যে জিডিপি অর্জিত হয় তা জার্মানীতে প্রতি বর্গমাইলে অর্জিত জিডিপির চেয়েও বেশি। আমরা মাত্র পঞ্চাশ বছরে ২০০তম অর্থনীতি থেকে ৩৪তম অর্থনীতির দেশে পরিনত হয়েছি। আগামী পঁচিশ বছরে আমরা ২০ তম অর্থনীতির দেশ হবে। এক্ষেত্রে প্রতিবছর ২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার অতিরিক্ত বিনিয়োগ দরকার হবে। যার উল্লেখযোগ্য অংশ পুঁজিবাজারের মাধ্যমে অর্থায়ন সম্ভব।"

বিএসইসি'র কমিশনার ড. রুমানা ইসলাম নিজ বক্তব্যে আলোচনা সভায় অংশ নেয়া বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সকলকে ধন্যবাদ দেন এবং বগুড়ায় সফলভাবে বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্স আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বিনিয়োগ শিক্ষা কনফারেন্সের নারী বিনিয়োগকারীদের বিষয়ক বিশেষায়িত সেশনের কথা উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এছাড়াও আলোচনা সভায় বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সভাপতি জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান মিলন, সহ-সভাপতি মোঃ এনামুল হক, সহ-সভাপতি মোঃ মাহফুজুল ইসলাম রাজসহ বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ কথা বলেন। তারা পুঁজিবাজারের প্রতি তাদের আগ্রহের কথা বলেন এবং বগুড়ার শিল্প-ব্যবসাকে আরো সম্প্রসারিতকরণের উপর জোর দেন। তারা বগুড়ার উন্নয়নের বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং বিএসইসিসহ পুঁজিবাজারের সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

সভার প্রথমাংশে বিএসইসি'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ রেজাউল করিম দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নে রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ে একটি তথ্যবহুল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি বাংলাদেশের ফিনানশিয়াল মার্কেটে সম্পর্কে তথ্য তুলে ধরে কিভাবে কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারেন সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি পুঁজি সংগ্রহের বিভিন্ন উপায়, এ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইন এবং দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের সুবিধাগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করেন।

সভায় পুঁজিবাজার এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ফলপ্রসু আলোচনা হয়। অংশগ্রহণকারী বগুড়া চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সদস্যবৃন্দ ও বগুড়ার শিল্পপতি-ব্যবসায়ীবৃন্দকে পুঁজিবাজার, পুঁজিসংগ্রহ, পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জানানো হয় এবং বিএসইসি'র পক্ষ থেকে এবিষয়ে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হয়। সবশেষে সভার সভাপতি ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র